দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 13 APR 1997
পৃষ্ঠা 13 APR 1997 কলাম

06

রাষ্ট্রপতির আহ্বান

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আচার্য হিসাবে প্রদত্ত লিখিত ভাষণে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও কৌশল উদ্ভাবনে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের দিকনির্দেশক ভূমিকা গ্রহণের আবশ্যকতা, শিক্ষাঙ্গনের শান্তি ও পবিত্রতা রক্ষা এবং সর্বোপরি ছাত্রসংগঠনগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পর্কছেদের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা রক্ষা, শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ বজায় রাখা এবং ছাত্রসমাজকে দলীয় রাজনীতির প্রতি আনুগত্য থেকে মুক্ত রাখার বিষয়ে রাষ্ট্রপতি তাঁর মতামত আগেও একাধিকবার ব্যক্ত করেছেন এবং তা সাধারণভাবে দেশবাসী কর্তৃক অভিনন্দিত ও প্রশংসিত হয়েছে। অতীতে ছাত্রসংগঠনগুলোর নেতৃত্বে এ দেশের ছাত্রসমাজ দেশ ও জাতির বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নে যে বীরত্বপূর্ণ ও গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল হয়েও দেশবাসী আজ বেদনার সঙ্গে প্রতিদিন লক্ষ্য করছে যে, ছাত্রসংগঠনগুলো বিশ্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং দেশ ও জাতির পরিবর্তিত প্রয়োজন আর চাহিদার সঙ্গে নিজেদের ভূমিকাকে মিলাতে পারছে না। ছাত্রসংগঠনগুলোকে আজ দলীয় রাজনীতির ক্রীড়নকে পরিণত করা হয়েছে। ছাত্রনেতাদের অন্ধ দলীয় আনুগত্যকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ ছাত্রসংগঠনগুলোকে ব্যবহার করছে পুরনো দিনের জমিদার-জোতদারদের লাঠিয়াল বাহিনীর সর্দারদের মতো। সন্ত্রাস, খুন-খারাবি আর রক্তপাতের মাধ্যমে জোত দখল আর চর দখলের মতো শিক্ষাঙ্গন দখল ও ছাত্রাবাস দখলকেই তুলে ধরা হয়েছে কতিপয় ছাত্র সংগঠনের লক্ষ্য হিসাবে। এর ফলে দেশের সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ প্রধান প্রধান প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ ছাত্রসংগঠনগুলোর সশস্ত্র ক্যাডার কবলিত। সর্বত্র অশান্তি, অস্ত্রের মহড়া, সংঘাত-সংঘর্ষ, হত্যা-রক্তপাত। শিক্ষার পরিবেশ বলতে কিছুই নেই। নেই শান্তি ও নিরাপত্তা। যে কোন সময় যে কোন ছাত্র প্রাণহীন দেহে লুটিয়ে পড়তে পারে মাটিতে। সাধারণ ছাত্ররা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র ক্যাডারদের হাতে জিম্মি। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনও জিম্মি। রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্ব প্রকাশ্যে দলীয় ছাত্রসংগঠনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অভিযোগ উঠলে তা অস্বীকার করে। দোষারোপ করে প্রতিপক্ষের ওপর। নিজ দলীয় ছাত্র সংগঠনের সদস্য বা ক্যাডার আহত বা নিহত হলে বক্তৃতা-বিবৃতির ঝড় বইয়ে দেয়। কিন্তু নিজ দলের প্রতি আনুগত্যশীলরা প্রতিপক্ষের কাউকে হত্যা বা জখম করলে নিশ্চুপ থাকে কিংবা বলে যে, ঘটনাটা প্রতিপক্ষের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফল। এভাবে তারা নিজ নিজ দলের অঙ্গসংগঠনভুক্ত সন্ত্রাসীদের রক্ষার চেষ্টা করে।

ছাত্রসংগঠনগুলোকে দেশের স্বার্থে নয়— সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থেই যে কুক্ষিগত করে রাখা হচ্ছে, ব্যবহার করা হচ্ছে, সন্ত্রাসী ক্যাডার লালন-পালন করা হচ্ছে, অর্থও অস্ত্রের যোগান দেয়া হচ্ছে এ সত্য আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

যতদিন এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে ততদিন দেশের শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা, শান্তি ও শিক্ষার পরিবেশ থাকবে না। আমাদের তরুণ প্রজন্মের, তরুণ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত বরবাদ হওয়া এবং দেশের ভবিষ্যত অন্ধকার হওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ হবে না। এ জন্যই মাননীয় রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে শিক্ষা, শিক্ষার পরিবেশ, ছাত্রসংগঠনের ভূমিকা ও রাজনৈতিক দলসমূহের করণীয়ের প্রসঙ্গ বারবার আসছে। খুলনায় প্রদত্ত ভাষণে তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বকে আহ্বান জানিয়েছেন তাদের ছাত্রসংগঠনের সাথে সম্পর্ক ছেদ করার জন্য। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন জাতির স্বার্থে রাজনীতিবিদরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবেন।

রাষ্ট্রপতির আহ্বানে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ সাড়া দেবেন কি না সেটা তাঁরাই জানেন। তবে আমরা মনে করি যে, তাঁদের উচিত হবে রাষ্ট্রপতির আহ্বানটিকে যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা। আজকে যারা ছাত্র তাদের উপযুক্ত শিক্ষা লাভের ওপরই গোটা জাতির ভবিষ্যত নির্ভর করছে। দলবাজি, সন্ত্রাস, খুনোখুনি, মস্তানিতে তাদেরকে লিপ্ত রেখে সেই ভবিষ্যতকে বরবাদ করে দেয়া হচ্ছে। তাই রাষ্ট্রপতির প্রদর্শিত পন্থায়, অর্থাৎ ছাত্রসংগঠনের সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পর্কছেদের ফলে বরবাদীর প্রক্রিয়াটা বন্ধ করা যায় কি না তা দেখা উচিত।

দেশের কল্যাণকামী ও দলনিরপেক্ষ মহলের অভিমত—ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলসমূহের সম্পর্কছেদ ঘটলে ক্যাডারদের অর্থ ও অস্ত্রলাভ, দলীয় ছত্রছায়া লাভ, ছাত্রাবস্থায় ব্যবসা-ঠিকাদারী-ব্যাংক ব্যালান্স লাভ, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী হয়ে যাওয়া ইত্যাদি বন্ধ হবে। ফলে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীনির্ভর ছাত্ররাজনীতিও বন্ধ হবে। কিন্তু এতে সুস্থ ছাত্ররাজনীতির মৃত্যু ঘটার আশঙ্কা নেই, যেহেতু আমাদের ছাত্রসমাজ তাদের গৌরবান্বিত পূর্বসূরিদের মতোই রাজনীতি সচেতন। দলীয় আনুগত্যের দড়িতে বাঁধা না থাকলেও তারা দেশের যে কোন প্রয়োজনে, যে কোন সঙ্কটের মুহূর্তে তাদের সংগ্রামী ঐতিহ্য রক্ষা করবে।